রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ১৮, ২০১৬

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ বৈশাখ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৯ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ১০৩-আইন ২০১৬।—বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৩ নম্বর আইন) এর ধারা ১৪৮, ধারা ৬৩ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—(১) এই প্রবিধানমালা 'নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী প্রবিধানমালা, ২০১৬' নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) 'আইন' অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন); এবং

(খ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত 'কর্তৃপক্ষ'।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৩ নম্বর আইন), বা ক্ষেত্রমত, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১২ নং আইন), এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা।**—(১) কোন বীমাকারী নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় কোন পঞ্জিকা বৎসরে ব্যবসা সংগ্রহের কমিশন খরচ বা পারিশ্রমিকসহ, উহার ব্যবস্থাপনা ব্যয়, নিম্নবর্ণিত টেবিলে নির্দেশিত শতকরা হারের সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করিবে না, যথা:—

টেবিল

ক্রমিক নং	সরাসরি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত বীমাকারীর মোট গ্রস্ প্রিমিয়াম আয়ের অংশ (টাকায়)	অগ্নি ও অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের উপর শতকরা হার	নৌ বীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের উপর শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	১-৫,০০,০০,০০০	৩৫%	২৬%
২।	৫,০০,০০,০০১-১০,০০,০০,০০০	৩৩%	২৫%
৩।	১০,০০,০০,০০১-১৫,০০,০০,০০০	৩২%	২৪%
৪।	১৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০	৩০%	২২%
৫।	২০,০০,০০,০০১-২৫,০০,০০,০০০	২৮%	২০%
৬।	২৫,০০,০০,০০১-৩০,০০,০০,০০০	২৬%	১৮%
৭।	৩০,০০,০০,০০১-৪০,০০,০০,০০০	২৪%	১৭%
৮।	৪০,০০,০০,০০১- তদূর্ধ্ব	২২%	১৬%

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বীমাকারী তাহার বীমা ব্যবসার প্রথম ১০ (দশ) বৎসরে বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে কমিশন খরচ বা পারিশ্রমিকসহ যে কোন পঞ্জিকা বৎসরে ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসাবে নিম্নরূপ অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) প্রথম বৎসরে তাহার পরিশোধিত মূলধনের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ;

(খ) পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট পরিশোধিত মূলধনের উপর অর্জিত সুদের অর্থ;

(গ) পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট পরিশোধিত মূলধনের উপর অর্জিত সুদের অর্থ বা সংশ্লিষ্ট বৎসরে সরাসরি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত পলিসির গ্রস্ প্রিমিয়ামের ৫ (পাঁচ) শতাংশের মধ্যে যাহা কম হয় সেই পরিমাণ অর্থ;

(ঘ) পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পরিশোধিত মূলধনের উপর অর্জিত সুদের তিন-চতুর্থাংশ অর্থ বা ঐ বৎসরে সরাসরি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত গ্রস্ প্রিমিয়াম আয়ের ২.৫০ (দুই দশমিক পাঁচ শূন্য) শতাংশ অর্থের মধ্যে যাহা কম হয় সেই পরিমাণ অর্থ।

(৩) যেই সকল বীমাকারীর ব্যবসার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত তাহাদের প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়ের একটি অংশ ব্যবস্থাপনা ব্যয় সীমাভুক্ত হইবে এবং উহা সরাসরি ও গৃহীত পুনঃবীমা ব্যবসাসহ এবং প্রদত্ত পুনঃবীমা প্রিমিয়াম ব্যতিরেকে কোনক্রমেই ঐ বৎসরে বাংলাদেশে অর্জিত মোট প্রিমিয়ামের ৫% শতাংশের অধিক হইবে না।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে
এম. শেফাক আহমেদ, একচ্যুয়ারি
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd